যায়যায়দিন

তারিখ 3 FEB 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সাম্প্রতিক ছাত্র রাজনীতি

ড. রহমান হাবিব

> দেশের সুশীল সমাজ তথা সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, লেখক ও সচেতন মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতির নেতিবাচকতাকে দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্যও বিষয়টি জরুরি। জ্ঞানী ও দূরদর্শী শিক্ষকদের দ্বারা কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে ছাত্র রাজনীতিকে নেতিবাচকতামুক্ত করতে পারলে আবারো আমরা ছাত্র রাজনীতিকেন্দ্রিক ইতিবাচক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতে সক্ষম হব।

ছাত্র রাজনীতি আসলে ছাত্রদের কল্যাণসহ দেশ মঙ্গলের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি অতীব জরুরি বিষয়। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্র রাজনীতির ভূমিকা ও তৎপরতা থাকা উচিত। ১৯৬০-এর দশকের রাজনীতিতে বাংলাদেশের স্বাধিকারের ব্যাপারে এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পেছনে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল। ছাত্র রাজনীতি বাঙালির ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং সাংস্কৃতিক ইতিবাচকতার বিষয়ে ভূমিকা পালন করেছিল।

বর্তমানে ছাত্র রাজনীতিতে ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা-সংগ্রাম প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নেই। তবে পরোক্ষভাবে ভাষা ও স্বাধিকার চেতনাকে সমুন্নত রাখতে এর ভূমিকা থাকা উচিত। এ ধরনের দর্শন ছাত্র রাজনীতিতে থাকলে তা বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত হয়ে পড়বে না।

ছাত্ররা অশিক্ষিত হয়ে ভালো পদের চাকরি করবে- এজন্য তাদের ভালোভাবে অধ্যয়ন এবং বিসিএস- প্রভৃতি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে।

চাকরিতে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি বিরাজমান আছে। সেজন্য ছাত্রদের তো ভেঙে পড়লে চলবে না। যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে স্পর্ধাসহকারে নিজেদের উপস্থাপন করতে হবে। সম্মিলিত নৈতিক ও প্রতিযোগিতার শক্তিতে তাদের সংঘবদ্ধ হতে হবে।

সামগ্রিকভাবে কিন্তু অর্থপ্রাপ্তির আশা করা উচ্চশিক্ষিত ছাত্রছাত্রীদের উচিত নয়। দু-চার-দশ লাখ টাকা যদি ছাত্ররা ছাত্র রাজনীতি থেকে উপার্জনও করে- তা তো তার সারা জীবনের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা বিধান করবে না।

অর্থপ্রাপ্তির মোহ ছাত্রদের অনেক সময় ভবিষ্যতের উচ্চ আশা থেকে সরিয়ে দিয়ে সন্ত্রাস ও অসহনশীলতার দিকে নিয়ে যায়। এটি দেশের বৃহত্তর রাজনীতিতে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আসবাবপত্র, গাড়ি, কাচ, ভবন-সবকিছু ছাত্রদের সম্মানিত সম্পদ। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়রূপী মা ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা দিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠ অবস্থানে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মাতৃসম অবস্থানকে সম্মান করে একে ও এর সম্পদকে নষ্ট করা ছাত্রদের উচিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কোড অফ কন্ডাক্ট' ছাত্রদের দ্বারা ক্ষতি হওয়া সম্পদের জরিমানা তারা দেবে এবং মারাত্মক অপরাধের জন্য তাদের বহিষ্কার করা বা তাদের সনদ বাতিল হওয়ার মতো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আছে। এগুলো সম্পর্কেও তাদের জানতে হবে।

বাবা-মায়ের মতো শিক্ষকরাও শিক্ষার্থীদের ভালোবাসেন। সেজন্য প্রতিটি বিভাগের শিক্ষার্থীদেরও উচিত অন্য বিভাগের শিক্ষকদেরও সম্মান করা। শিক্ষকরা অপমানিত হতে পারে এমন কর্ম তাদের করা উচিত নয়। যদি এমন ন্যক্কারজনক অবস্থা ঘটেও যায় তবে ছাত্রছাত্রীদের উচিত ক্ষমা প্রার্থনা করা।

যে সব প্রক্রিয়ার কারণে এসব নেতিবাচকতা ঘটতে পারে সে সব প্রক্রিয়ার হোতাদেরও প্রচণ্ড শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা ও প্রয়োগ থাকতে হবে। শিক্ষকদের উচিত ছাত্রদের যথাসময়ে তাদের শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে তাদের কর্মজীবনে প্রবেশের ব্যবস্থার জন্য অন্তরঙ্গ হওয়া।

ছাত্রদের দ্বারা শিক্ষকদের আহত হওয়ার ঘটনা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেছে। জাতির ভবিষ্যৎ জীবনে যাতে এ ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে সে ব্যাপারে ছাত্ররাজনীতিবিদ, প্রশাসক, সরকার ও সচেতন শিক্ষক সমাজেরও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে হবে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিক পঠন, সাংস্কৃতিক চর্চা ও সুস্থ-চিন্তাভাবনার বিকাশের জন্য পরিবেশ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি-প্রোভিসিদের অপসারণের ব্যাপার আমরা দেখেছি। আর্থিক দুর্নীতির ব্যাপারে শিক্ষক ও ছাত্ররা যাতে কোনোভাবেই জড়িত না হয় সে ব্যাপারে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হারানো সম্মান আবার ফিরে আসতে পারে।

দেশের সুশীল সমাজ তথা সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, লেখক ও সচেতন মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতির নেতিবাচকতাকে দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্যও বিষয়টি জরুরি। জ্ঞানী ও দূরদর্শী শিক্ষকদের দ্বারা কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে ছাত্র রাজনীতিকে নেতিবাচকতামুক্ত করতে পারলে আবারো আমরা ছাত্র রাজনীতিকেন্দ্রিক ইতিবাচক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতে সক্ষম হব।

ড. রহমান হাবিব: প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
drahmanhabib@yahoo.com